W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 137 /WBHRC/SMC/2017

Date: 13 04.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Bartaman' a Bengali daily dated 13.04.2017, captioned ' হাসপাতাল থেকে রিলিজ করিয়ে নার্সিংহোমে সিজার, কাঠগড়ায় ডাক্তার'

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to furnish a detailed report by 19th May, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M. S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 13.04. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper and uploaded in the website.

হাসপাতাল থেকে রিলিজ করিয়ে নার্সিংহোমে সিজার, কাঠগড়ায় ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: জেলা হাসপাতালে ভরতি হওয়া এক গরিব প্রসূতি মহিলাকে সেখান থেকে সরিয়ে এক নার্সিংহোমে সিজার করানো হয়েছে। হাসপাতালের এক চিকিৎসক সরকারি নিয়ম ভেঙে এই কাজে সরাসরি মদত দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, ওই চিকিৎসক সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমে গিয়ে সিজার করেছেন। এজন্য মহিলার পরিবারের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এতটা জলঘোলা হয়েছে যে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা। তা স্বীকার করেছেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এটা আমাদের হাতে নেই। বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিকর্তা দেখছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসক এমন অমানবিক কাজ করেছেন ভাবতে খারাপ লাগছে। এ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রমাণ হলে নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

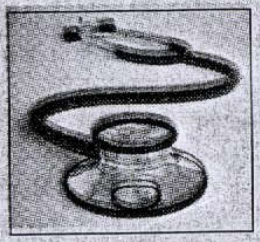

গত ২৩ মার্চ প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন সূচনা ডাকুয়া। রামনগর থানার নুরপুরের বাসিন্দা ওই মহিলার স্বামী খুবই গরিব। সূচনার অভিযোগ, হাসপাতালে ভরতির পর কোনও বেড পাওয়া যায়নি। ফলে বারান্দায় আমাকে ফেলে রাখা হয়। যন্ত্রণা বেড়ে যাওয়াতে নার্স দিদিদের অনুরোধ করি। বলি পেটের ভিতর বাচ্চা নড়ছে। নার্সদিদিরা জানিয়ে দেন, বেড নেই। মেঝেতে থাকতে হবে। না হলে বাড়ি চলে যাও। এভাবে একদিন কেটে যায়।

পরদিন সকালে চিকিৎসক ডাঃ বিনয় আদক আসার পর বিষয়টি তাঁকে জানাই। তিনি বলেন, এখানে কিছু হবে না বলে ভয় দেখান। বলেন, নার্সিংহোমে যাও। সেখানে ভালো চিকিৎসা হবে। শেষ পর্যন্ত ওই চিকিৎসকের কথা মতো সম্মত হই। উনি হাসপাতাল থেকে রিলিজ করার ব্যবস্থা করেন। আমার স্বামী সুদে ২৫ হাজার টাকা ধার করেন। এরপর চিকিৎসকের কথামতো ২৪ মার্চ একটি নার্সিংহোম ভরতি হই। সেখানে তিনি সিজার করেন। গত ২৮ মার্চ তারিখ সেখান থেকে ছুটি হয়। সূচনা ডাকুয়া বলেন, ধার করে টাকা নেওয়াতে তার সুদ দিতে গিয়ে দু' বেলা খাওয়ার জোগাড় করা যাচ্ছে না। বুধবার তিনি বলেন, এ নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেন, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। নিশ্চয়ই দেখা হবে। ওই চিকিৎসক যদি সত্যিই করে থাকেন, তা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চিকিৎসক বিনয় আদক অবশ্য বিষয়টি সঠিক নয় বলে দাবি করেন। তাঁর দাবি, তিনি চক্রান্তের শিকার।